গাংনীতে সাত গরু ব্যাবসায়ীর টাকা লুটের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীর মহাম্মদপুরের সাত গরু ব্যাবসায়ীকে খাবারের সাথে ঘুমের ঔষুধ খাইয়ে টাকা লুটের অভিযোগ উঠেছে।

অভিযুক্তরা গতকাল সোমবার রাত ৮ টার দিকে গ্রামের একটি চায়ের দোকানে পটকাবাজি করে আতংকিত করে স্থানীয়দের।

ঢাকার হাজারিবাগে নেশা জাতীয় খাবার খাইয়ে সাত ব্যাবসায়ীর কাছ থেকে টাকা লুটের ঘটনায় তিন ব্যবসায়ীকে অভিযুক্ত করে গাংনী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ প্রত্যাহার করাতে ভয়ভীতি দেখাতে এ পটকাবাজি দাবী করেছেন ভুক্তভোগীরা।

জানাগেছে, পুরাতন মটমুড়া গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে বিদ্যুৎ আলী, মহাম্মদপুরের ইসমাইলের ছেলে কামাল হোসেন, তার ভাই লালন হোসেন, সিরাজের ছেলে বাবু ও তার ভাই ছোরু মিয়া, রহিদুল ইসলাম, আলিমুদ্দিনের ছেলে সিদ্দিক, জামিরুলের ছেলে আনারুল, মোশারফের ছেলে আসমত আলী এবং আইযুবের ছেলে নামজুল সহ ১০ জন গরু ব্যবসায়ী মোট ১৯ টি গরু নিয়ে ট্রাক যোগে ঢাকায় যান গত ২৭/০৭/২০২০ তারিখে।

ঢাকাস্থ হাজারিবাগ পশু হাটে গরু বিক্রির জন্য ব্যবসায়ীরা অবস্থান করেন। কয়েকদিন ধরে একই সাথে রান্না করে খাওয়া দাওয়া করতেন তারা। ২৯ তারিখে তাদের সমস্ত গরু বিক্রি হয়ে যায়। ওই দিন দুপুর বেলা ১০ জন ব্যবসায়ীর খাবারের জন্য খিচুড়ি রান্না করেন। গরু ব্যবসায়ী সাত জন খাবার খেলেও তিনজন খিচুড়ি না খেয়ে অবস্থান করেন সেখানে। কিছুক্ষণ পর খাবার খাওয়া সাতজন ব্যবসায়ী অজ্ঞান হয়ে যায়। অজ্ঞান হওয়া সাত ব্যবসায়ীর কাছে থাকা ২ লাখ ৫ হাজার টাকা লুট করে পালিয়ে আসে মহাম্মদপুরের রহিদুল, বাবু ও ছোরু মিয়া।

পরে হাজারি বাগ এলাকার থানা পুলিশ সাতজনকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করেন। পরের দিন বাড়ি ফিরে আসেন সাত ব্যাবসায়ী। টাকা ফেরত পেতে পরের দিন গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ভুক্তভোগীরা।

টাকা লুটের ঘটনায় থানায় অভিযোগ করলে অভিযোগকারিদের ভয়ভীতি

দেখাতে সোমবাবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে স্থানীয় মজিবুলের চায়ের দোকানে বিকট শব্দে পটকাবাজি ঘটানো হয় বলে জানান গরু ব্যবসায়ী বিদ্যুৎ ও সিদ্দিকুর। এলকাবাসি হয়ে পড়ে আতংকিত।

কুমারীডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ আবদুল আলিম বলেন, ককটেল বিষ্ফোরণ হয়েছে এমন কথা শুনে সেখানে গিয়ে জানতে পারি কেউ হয়তো শয়তানি করে পটকাবাজি করেছে। সাতজন ব্যবসায়ীদের অভিযোগের ভিত্তিতে দু’পক্ষের লোকজনকে নিয়ে থানায় বসেছি। তবে টাকা লুটের ঘটনার সত্যতা রয়েছে বলে প্রাথমিক ধারনা করা হচ্ছে।

গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান, এ বিষয়ে অভিযোগ করেছেন এক ব্যাবসায়ী। তবে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি শিকার করছে না। তবে ক্ষতিয়ে দেখে ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরে দূর্ঘটনা প্রতিরোধে জেলা পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান

ঈদ উল আযহার ২য় দিন আজ। ইতিমধ্যে সড়কে ঝরেছে ২টি প্রাণ। আহত হয়েছেন ডজন খানেক।

দুর্ঘটনা প্রতিরোধে জেলা পুলিশের দিনব্যাপী চলেছে সাঁড়াশি অভিযান।

মোটরসাইকেল সহ বিভিন্ন যানবাহনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় দেওয়া হয়েছে মামলাও। সেই সাথে শহরের বিভিন্ন ট্রাফিক পয়েন্টে চলেছে চেকিং।

জেলা পুলিশের উদ্যোগে বিতরন করা মাস্ক। সোমবার বিকালের দিকে মেহেরপুর শহরের কোট মোড়, হোটেল বাজার ও বড়বাজার এলাকায় এ প্রচারণা চালানো হয়।

মুজিবনগরে খাস জমি দখল নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ২

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের বর্গাচাষি মৃত দাসু শেখ এর ছেলে ঈসরাফিল শেখ ও তার ছেলেকে মেরে রক্তাক্ত জখম করেছে একই গ্রামের সিরাজ ও তার ছেলে সেলিম ভাই রমজান ও চাচাত ভাই ইব্রী খলসানি, সহ কয়েক জন।

আহত ঈসরাফিল জানান যে তার বোন আসমা খাতুনের নামে সোনাপুর তালতলার মাঠে ১৭ কাঠা খাস জমি গত দুই বছর আগে মুজিবনগর উপজেলার সাবেক নির্বাহী অফিসার নাহিদা আক্তার বন্দবস্ত দিয়ে তার বোন আসমা খাতুনকে সরকার থেকে দখল বুঝিয়ে দেয় আমার বোন বিধবা হওয়ায় উক্ত জমি আমাকে বর্গাদেয় সেই থেকে আমি উক্ত জমি বর্গাচাষ করে আসছি আজ সকালে আমি ও আমার ছেলে মফিজুল জমিতে রোপন কৃত সিম গাছে পানি দিতে গেলে সোনাপুর গ্রামের মৃত হামিজুদ্দীন এর ছেলে সিরাজ, রমজান, সিরাজের ছেলে সেলিম, মৃত ঠান্ডু খলসানি এর ছেলে ইব্রী খলসানি সহ কতিপয় ব্যাক্তি জোর পুর্বক দখল এবং আমাদের হত্যার উদ্যোশে ফালা, হাসুয়া, লোহার রড, দা, লাঠি নিয়ে হামলা চালায় আমাকে ফালা দিয়ে হত্যা করার জন্য বুকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে লাঠি দিয়ে এলোপাথাড়ি মারতে থাকে এবং আমার ছেলে মাথায় দা অথবা লাঠি দিয়ে আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে পালিয়ে যায়। পরে মুজিবনগর থানা পুলিশের কাছে খবর দিলে পুলিশ এসে আমাদের উদ্ধার করে খবর পেয়ে আমার পরিবারের লোকজন সহায়তায় হাসপাতালে নিয়ে আসে।

মুজিবনগর স্বাস্হ্য কমপ্লেক্স এর কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান আহত ঈসরাফিলের অবস্হা একটু গুরুতর তার বুকে ২.৫ সেন্টিমিটারের মত গভির ক্ষত হয়েছে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে মেহেরপুর সদর / কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে রেফার্ড করা হয়েছে এবং ছেলে মফিজুল চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানা ইনচার্য (ওসি) আব্দুল হাশেম জানান ঘটনাটি আমি শুনেছি তবে এখনো কোন অভিযোগ পায়নি অভিযোগ পেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্হা নেওয়া হবে।

গাংনীতে যাত্রীবোঝাই লেগুনা উল্টে শিশুসহ ১০ জন আহত

মেহেরপুরের গাংনীতে যাত্রীবোঝাই লেগুনা উল্টে শিশুসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। এরা হলেন, গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামের আবদুল হান্নানের মেয়ে সাফিয়া খাতুন (৮), নওপাড়া গ্রামের খানের ছেলে হাসিব (১২), চৌগাছা গ্রামের আসাদুলের ছেলে জিহান, (১৯), কুতুবপুর গ্রামের দাউদ হোসেনের ছেলে দুলাল হোসেন (৪০), মাইল মারি গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে সুজন আলী (৩৫) সহগলপুরগ্রামের আবদুল ওয়াহাবের স্ত্রীর ছেয়ারন নেছা),(৫৮) এবং লেগুনা চালক রফিকুল ইসলাম।
আজ সোমবার বেলা ১১ টার সময়
এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান মেহেরপুর থেকে যাত্রী বোঝাই করে ছেড়ে আসা একটি সাদা রংয়ের লেগুনা গাংনীর চৌগাছা নামক স্থানে পৌঁছালে একটি ছাগল কে সাইড দিতে গিয়ে উল্টে যায়। লেগুনার মধ্যে যাত্রীরা রাস্তায় ছিটকে পড়ে রক্তাক্ত জখম হয়। তাদেরকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ছেয়ারন নেছার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের কর্মরত চিকিৎসক বুধাদিত্য দাস জানান, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়ি পাঠানো হয়েছে তবে শিশু সাফিয়া ও বৃদ্ধা ছেয়ারন নেছা মারাত্মক যখন প্রাপ্ত হয়েছেন।
লেগুনা চালক রকিবুল মেহেরপুরে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। উল্টে যাওয়া লেগুনাটি স্থানীয়দের হেফাজতে রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবায়দুর রহমান জানান, সংবাদপএ পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করেন এবং আহতদের হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরের উজলপুরে ঈদ আনন্দ উদযাপন

মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামে সাজিপাড়া যুব সংগঠন আয়োজিত এক বিশাল খেলাধুলার আয়োজন করা হয়েছিল।

খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন উজলপুর গ্রামের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ। খেলাধুলার ব্যবস্থা ছিল বিবাহিত অবিবাহিত দের মধ্যে দড়ি টানাটানি, মুরুব্বিদের বেলুন ফাটানো, যুবকদের তেল মাখানো কলাগাছে ওঠা, কিশোরদের জন্য ছিল মোরগ লড়াই, আরো ছিল সকলের জন্য হাড়িভাঙ্গা সহ বিভিন্ন খেলা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী মাস্টার।

তিনি বলেন, খেলাধুলা অবশ্যই আমাদের সমাজকে কলুষমুক্ত রাখে। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদের একটু ভেবেচিন্তে এই ধরনের আয়োজন করতে হবে। বর্তমানে এই মহামারী আমাদের আপনজনদের প্রাণহানি ঘটাচ্ছে। হারাতে হচ্ছে আমাদের প্রিয় মানুষ গুলোকে।

তাই আমরা নিয়মিত মাক্স ব্যবহার করব হাত ধোব সচেতন থাকবো। অবশ্যই করো না কাল উত্তরন হলে সকল ধরনের বিনোদনের সাথে আমি আছি ছিলাম থাকবো। কোন ধরনের সহযোগিতা লাগলেও আমিন করব। তবে এই সময়টা আমাদেরকে সাবধানে থাকতে হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ সুমন রেজা, ইয়াসিন আলী, মোজাম্মেল হক, আব্দুল আহাদ, আব্দুল আলিম, প্রমুখ।

বিশেষ অতিথি সুমন রেজা তিনি জানান, আমরা ছোট ছিলাম খেলাধুলা খেলেছি খেলাধুলা হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্কে সচল রাখে শরীর ভালো থাকে মন ভালো থাকে তাই আমরা আরো বেশি বেশি খেলাধুলা করব কিন্তু করোনা কাল উত্তরণ হলে।

এই খেলাটি আয়োজন করেন উজলপুর সাজিপাড়া যুব সংগঠন। সেচ্ছাসেবী

হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম আব্দুল জাব্বার, রাশেদ, লিটন, সহ আরো অনেকে।

খেলাধুলা শেষে পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

মেহেরপুরে ট্রাফিক পুলিশের অভিযান

মেহেরপুর সদরে করোনা ভাইরাস ও বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চলাচল রোধে ট্রাফিক পুলিশের সর্তকতা অভিযান।

রবিবার বিকালে মেহেরপুরের হোটেল বাজার মোড়ে টি আই ইসমাইলের নির্দেশে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এসময় তিনি বলেন, মেহেরপুর গাংনী উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু হয়। তারই পরিপেক্ষিতে মেহেরপুরে বিভিন্ন স্থানে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

ঈদুল আযহার দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ আজকের দিনে যানবাহন চলাচল কম থাকায় শহরের বিভিন্ন রাস্তায় বেপরোয়া গতিতে প্রতিযোগিতা করে মোটরসাইকেল চালানোর কারণে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে আমাদের চেকপোস্ট। যাতে করে অকালে ঝরে না পড়ে মূল্যবান প্রাণ।

তিনি আরও বলেন, একই মোটরসাইকেলে তিন জন আরোহী, বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো, হেলমেট ও মাস্ক ব্যবহার না করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এসময় মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক টিএসআই উত্তম কুমার অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক সার্জেন্ট বাচ্চু টি এস আই জাহাঙ্গীর হোসেন।

মেহেরপুরের কুতুবপুরে বিবাহিত অবিবাহিত দের ফুটবল টুর্নামেন্ট

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের কুতুবপুর গ্রামে বিবাহিত অবিবাহিত দের ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকাল চার টার সময় এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলায় এক দিকে অংশ গ্রহণ করেন কুতুবপুর গ্রামে বিবাহিতরা অপর দিকে অংশ গ্রহণ করেন অবিবাহিতরা।

টুর্নামেন্টে সবেক ইউ পি সদস্য আব্দুল আওয়ালের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা আরিফুর রহমান আরিফ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রশিদ, ইয়াছিন আলী, মহাদ্দেছ আলী, দেলোয়ার মাষ্টার, আমজাদ মাষ্টার, শহিদুল ইসলাম, সাবেক ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ার হোসেন মজনু, রাহিবুল ইসলাম প্রমুখ।

সভপতি তার বক্তব্য বলেন, আজকের এই খেলা একটু বিনোদন দেওয়ার জন্য আযোজন করেছি তবে প্রতিবছর বয়স্কদের ও খেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে তবে করোনার জন্য সেটি এবার করিনি তবে করোনা উত্তরন হলে আবারো আয়োজন করবো।

এ বিষয়ে আরিফুর রহমান তার বক্তব্য বলেন, আজকের এই খেলা সুধু খেলায় নয়। এই খেলা তরুন প্রজন্মকে জাগরিত করনের একটি অধ্যায়।দিন দিন আমাদের তরুন প্রজন্ম মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছেন অন্যদিকে বিলিন হয়ে যাচ্ছে আমাদের খেলা ধুলা।

তাই আজকে আমি ৩০ জন তরুন খেলোয়ারের মাঝে জার্সি বুট আন্ডার তুলে দিলাম এবং তারা যেন মাদকের দিকে না যেয়ে খেলা ধুলায় সময় ব্যায় করে সাথে দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করে। তবে আজকে যে সব খেলোয়াড় বৃন্দ আছো তোমাদের খেলা বিষয়ক যে কোন উদ্যোগে আমি তোমাদের

সাথে আছি।

টুর্নামেন্ট টি সঞ্চালনা করেন মোঃ নাদিম মাষ্টার।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

মেহেরপুরের গংনী উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন নিহত হয়েছে। রবিবার সকালে বামন্দী-বালিয়াঘাট সড়কের তিন রাস্তার মোড়ে মটোরসাইকেল ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ এ ঘটনা ঘটে। মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনায় দু’জন নিহত হলেও একজন আরহী বেঁচে যায় বলে জানা যায়।

নিহতরা হলো, গাংনী উপজেলার ব্রজপুর গ্রামের আকরামের ছেলে মকবুল হোসেন (২৮) ও চরগোয়াল গ্রামের আঃ আওয়ালের ছেলে আকতার। বেঁচে যাওয়া ব্যাক্তি ব্রজপুর গ্রামের আনিছের ছেলে আব্দুল বারি।

স্থানীয়রা জানান, ব্রজপুর থেকে নিহত মকবুল মটোর সাইকেলে করে তার বন্ধু আকতার ও আব্দুল বারি বামন্দীর দিকে আসছিল। গরুর হাট সংলগ্ন তিন রাস্তা মোড়ে পৌছলে একটি ট্রাকের সাথে ধাক্কা লাগলে তারা পড়ে যায়। এমন সময় ট্রাকের চাকা তাদের শরীরের উপরে উঠে চলে যায়। তাদের দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার জানান, যেহেতু তাদের শরীরে দৃশ্যমান কোন ক্ষত নাই। ধারণা করা হচ্ছে ট্রাকের চাকার চাপে তাদের শ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু হতে পারে।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। ট্রাকটি শনাক্তের চেষ্টা করা হচ্ছে।
মেপ্র / এমএফআর

ব্লড ডোনেশন ইন মেহেরপুরের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের সিমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ব্লড ডোনেশন ইন মেহেরপুরের তৃতীয় অধিবেশনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় আজ।

উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রুপের এডমিন জাহিদ হোসেনের সঞ্চালনার মধ্যে দিয়ে সূচনা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুতুবপুর গ্রামের মহাদ্দেস আলী, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গ্রুপের মডারেটর সহ সকল সদস্য বৃন্দ।

মোহাদ্দেস আলী তার বক্তব্য মধ্যে দিয়ে জানান, এই গ্রুপটি মাত্র দুই মাসের মধ্যে ৬৫ ব্যাগ রক্ত প্রদান করেছেন অসহায় গরীব অসুস্থ মানুষের মাঝে।

এ চাছাড়াও বর্তমানে গ্রুপের সদস্য সংখ্যা হয়ে দাড়িয়েছে ১০০০+ যা সবসময় সেচ্ছায় রক্তদানে নিযোজিত। মানবতার এই কাজে সর্বাত্মক পরিশ্রম করচেন জাহিদ,জাহিদ আরী,রায়হান আলী, জুয়েল রানা, সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

ব্লড ডোনেশন ইন মেহেরপুর মেহেরপুর জেলার কোন মানুষ যেন রক্ত সংকটে মৃত্যু বরণ না করে সেই প্রত্যেয় নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। বর্তমানে তারা কঠোর ভাবে মানুষের পাশে দাড়িয়ে সেচ্ছায় কাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীদের পরিবেশন

করেছে উন্নত খাবার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি কৃত রোগীদের মাঝে পরিবেশন করা হয়েছে উন্নত খাবার। চিকিৎসা সেবা নিতে আসলেও রোগীদের মাঝে খাবারের কমতি নেই এ বছরেও। উন্নত খাবার পেয়ে খুশি রোগী ও তাদের স্বজনরা।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবছরের ন্যায় এবছরেও গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা সেবা নিতে আসা রোগীরা পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে খুব সকালে পেয়েছেন নাস্তা। দুপুরে পোলাও ও মাংস। রাতেও দেয়া হবে এই খাবার। শুধুমাত্র রোগীদেরই নয় তাদের স্বজনরা ও এই খাবার থেকে বঞ্চিত হননি।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ খাবার বিতরণের দায়িত্ব প্রাপ্তদের নির্দেশ দিয়েছেন আজকে এই ঈদের দিন সকলের খুশির দিন। আমরা যেমন পরিবার-পরিজন নিয়ে আনন্দ উল্লাসে ঈদ উপভোগ করছি, ঠিক তেমনই হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা সকলেই এই উল্লাস আনন্দ ভাগাভাগি করে নেবে। তারা হয়তো অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তাই তাদের আনন্দের যেন কমতি না থাকে।

সে বিষয়টি লক্ষ্য রেখে অসুস্থ মানুষের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের টি এইচ এ এম রিয়াজুল আলমরোগী ও তাদের স্বজনদের মাঝে উন্নত খাবার পরিবেশন করেন।

গতকাল থেকে এ পর্যন্ত ২০ জন রোগী ভর্তি রয়েছেন। তাদের সাথে রয়েছে তাদের স্বজনরাও। ঈদ সকলের খুশি। ঈদ সকলের আনন্দ। এই উপলক্ষ থেকে সকাল থেকে সারাদিন উন্নত খাবার সহ রোগীদের রাখা হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থায়।

চিকিৎসা সেবা নিতে আসা কয়েকজন রোগী জানান, আমরা পুরোপুরি সুস্থ না হওয়ায় বাড়ি যেতে পারিনি। কিন্তু সকাল থেকে আমাদের মাঝে সেমাই, পরোটা, দই মিষ্টি পৌঁছে দিয়েছেন। দুপুরে মাংস পোলাও পরিবেশন করেছেন। রাতেও এমন খাবার দেবেন বলে জানিয়েছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প প কর্মকর্তা রিয়াজুল আলম জানান, অন্যান্য বছর কি হয়েছে জানিনা তবে আমি গাংনী বাসির চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে জরুরী বিভাগ খুলে রেখেছি।

সার্বক্ষণিক দেখাশোনা করছি রোগীদের। হাসপাতালে অন্যান্য চিকিৎসকরাও চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। যারা পুরোপুরি সুস্থ হতে পারেননি তাদেরকেও পরিবারের অভাবটুকু বুঝতে দেইনি। তাদের মাঝে আনন্দটা ভাগাভাগি করতে পেরে নিজেকে ভালো লাগছে।

মেপ্র/আরপি